103

তারিখ ... MAY..25 1999 ...
পৃঃ ৭ কলাম ৫

দৈনিক সংবাদ

পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধ জামাতের রিট, বিব্রত বিচারপতি

(সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ প্রতিবেদক)

মুক্তিযুদ্ধকালে জামাতের স্বাধীনতা-বিরোধী ভূমিকা এবং রাজাকার আলবদর আলশামস্ বাহিনী গঠন করে বুদ্ধিজীবী হত্যার সাথে সম্পৃক্ততার বিষয় স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টিকে সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে জামাত নেতা মতিউর রহমান নিজামী হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করেছেন।

মতিউর রহমান নিজামীর পক্ষে ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক গতকাল সোমবার কোর্টের শেষ বেলায় হাইকোর্টে মামলাটি উপস্থাপনের জন্য আদালতে বক্তব্য শুরু

জামাত ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

জামাত ঃ রিট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেন।

হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারপতি কে এম হাসান এবং মোঃ আবদুল কুদ্দুস সমন্বয়ে গঠিত রিট বিষয়ক বেঞ্চে রিট মামলাটিতে রুল জারি প্রশ্নে বক্তব্য উপস্থাপনকালে বেঞ্চের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি রিটের বিষয়বস্তুটি তার ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং ভাবাবেগ উদ্রেককারক বিধায় এটির শুনানি গ্রহণে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।

বিচারপতি কে এম হাসান বিষয়টিতে উল্লিখিত কারণে শুনানি গ্রহণে বিব্রতবোধ করে অন্য কোনও রিট বেঞ্চে রিট মামলাটি পেশ করার জন্য এটি ফেরত পাঠান।

আজ মঙ্গলবার রিট মামলাটি হাইকোর্টের অন্য কোনও রিট বেঞ্চে উপস্থাপন করা হতে পারে।

মতিউর রহমান নিজামী জামাতের বিরুদ্ধে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য সামাজিক বিজ্ঞানের ৬৭ পৃষ্ঠায় এবং নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশ ও প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসের ১৫৬ পৃষ্ঠায় আপত্তিকর উক্তির সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট মামলাটি দায়ের করেন।

রিটে উল্লেখ করা হয়েছে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য সামাজিক বিজ্ঞানের ৬৭ পৃষ্ঠায় উক্তি করা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধকালে জামাতে ইসলাম, মুসলিম লীগ দলীয় এদেশীয় একটি গোষ্ঠী স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এং পাকিস্তানী সৈন্যদের নানাভাবে সহযোগিতা করে। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে বাংগালীর কৃতী সন্তানদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানীদের এ দোসররা রাজাকার, আলবদর, আলশামস নামে বিভিন্ন ঘাতক বাহিনী গড়ে তোলে। তারা এদেশের খ্যাতিমান শিক্ষক, ডাক্তার, শিল্পী ও সাংবাদিকসহ বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের স্মরণে ১৪ই ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়।"

রিটে আরও উল্লেখ করা হয়, নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক "বাংলাদেশ ও প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস"-এর ১৫৬ পৃষ্ঠায় এ মর্মে উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয়েছে- "বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ছিল এক সর্বজনীন গণযুদ্ধ। ছাত্র, শিক্ষক, আইনজীবী, ডাক্তার, কৃষক, শ্রমিক, নারী, রাজনীতিবিদ, লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে যারা ভারতে ও দেশের বাইরে ছিলেন তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করে বাংলাদেশের জন্য সমর্থন আদায় করেন। বাংলাদেশের অবরুদ্ধ পেশাজীবীরাও নানাভাবে গোপনে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছিলেন। তবে পাকিস্তানপন্থী এদেশীয় কিছু গোষ্ঠী জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগসহ কতিপয় রাজনৈতিক দল বাংগালীদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তানী শাসকদের সাহায্য ও সহযোগিতা করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এজন্য তারা পরিকল্পিতভাবে দেশের কৃতী সন্তানদের হত্যা ও পাকিস্তানী হানাদারদের সহযোগিতা করার জন্য কুখ্যাত রাজাকার, আলবদর, আলশামস্ নামে ঘাতক বাহিনী ও তথাকথিত শান্তি কমিটি গঠন করেছিল। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে সহায়তা প্রদান করা ছাড়াও এসব বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন আস্তানার খবর দেয়া ও নিরস্ত্র বাংগালীদের হয়রানি, ধনসম্পদ লুটপাট এবং নারী নির্যাতনসহ বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত ছিল।"

পাঠ্যপুস্তকের উল্লিখিত উক্তি জামাতে ইসলামী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অসত্য আপত্তিকর বলে রিট মামলায় উল্লেখ করা হয়। নিজামী জামাতের বিরুদ্ধে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত উক্তিসমূহ একটি সংবিধান স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে সংবিধানবহির্ভূত অপপ্রচার বলে রিট মামলায় দাবি করেন। এসব কাজ মৌলিক অধিকার পরিপন্থী বলে রিটে উল্লেখ করা হয়।

স্কুলের অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের এসব অপপ্রচারমূলক বিকৃত ইতিহাস শিক্ষার মাধ্যমে ভুল পথে চালনার অভিযোগও রিটে উল্লেখ করা হয়।

সরকারের শিক্ষা সচিব, জাতীয় কারিকুলাম বোর্ড ও বোর্ডের চেয়ারম্যানকে রিট মামলায় প্রতিপক্ষ করা হয়েছে।